জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২৩

স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়
জ্বালানির সাশ্রয়

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে গ্যাসক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975 এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বিগত প্রায় ১৫ বছর ধরে দেশে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে চলেছে।

বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (উন্নয়নশীল দেশ), রূপকল্প-২০৪১ (সুখী ও সমৃদ্ধ উন্নত দেশ), সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন পেট্রোবাংলা ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জ্বালানি নিরাপত্তায় গৃহীত কার্যক্রম

(১) **কূপ খনন/ওয়ার্কওভারঃ** সাম্প্রতিক সময়ে ৬টি (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ এবং ইলিশা) নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি শাহবাজপুর ইষ্ট, টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২ কূপ খনন কাজ শেষ হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া গিয়েছে। ২০০৯ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ১৩২টি কূপ খনন করা হয়েছে। অনশোরে দেশীয় কোম্পানি বাপেক্স, বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর অধীনে ২০২৫ সালের মধ্যে ৪৬টি কূপ (অনুসন্ধান, উন্নয়ন/মূল্যায়ন, কূপের ওয়ার্কওভার) খননের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি প্রকল্পের আওতায় ১৬টি কূপ খনন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বিয়ানিবাজার-১ ও তিতাস-২৪ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নের পর গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। (২) **প্রসেস প্লান্ট/মিনি রিফাইনারি স্থাপনঃ** পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩,০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন প্রকল্প এবং শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প সফলভাবে শেষ হয়েছে। (৩) ২১০ কি.মি. নতুন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে, যার মধ্যে ১৫০ কি.মি. স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ১৫৭ কি.মি. গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। (৪) ১৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৯টি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। (৫) ৪ লক্ষ গ্যাস প্রিপেইড মিটার স্থাপিত হয়েছে এবং আরও গ্যাস প্রিপেইড মিটার স্থাপনের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। (৬) ব্যাপক ভিত্তিতে ২ডি/৩ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন করা হয়েছে। (৭) মহেশখালীর মাতারবাড়িতে ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য টার্মিনাল ডেভেলপার নির্বাচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (৮) জি টু জি ভিত্তিতে কাতার ও ওমানের সাথে বিদ্যমান এলএনজি সরবরাহ চুক্তির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে আরও অতিরিক্ত এলএনজি আমদানির জন্য চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। (৯) মহেশখালী'তে Excelerate Energy কর্তৃক পরিচালিত এলএনজি FSRU এর রি-গ্যাসিকেশন সক্ষমতা আরও ১০০ এমএমসিএফডি বৃদ্ধির জন্য নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে।

(১০) রি-গ্যাসিফিকেশন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মহেশখালীতে তৃতীয় FSRU এবং পটুয়াখালীর পায়রা বন্দরের গভীর সমুদ্রে চতুর্থ FSRU স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (১১) দীর্ঘ মেয়াদে এলএনজি আমদানির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা চলমান রয়েছে। (১২) ক্রস বর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে Re-gasified LNG আমদানির লক্ষ্যে আলোচনা চলমান রয়েছে। (১৩) বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত ৪.৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। (১৪) মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এর সাথে জার্মানিয়া-ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) এর চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। (১৫) গভীর-অগভীর সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ১২,৯৩২ লাইন কিলোমিটার মাল্টিক্লায়েন্ট ২ডি সার্ভে পরিচালনা সম্পন্ন হয়েছে। (১৬) অফশোর বিডিং রাউন্ড এর জন্য Bangladesh Offshore Model Production Sharing Contract 2023 চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিড ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরত: শীঘ্রই বিডিং রাউন্ড শুরু করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৫ বছরে জ্বালানি খাতের অর্জন
(২০০৯ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)

গ্যাসক্ষেত্র বৃদ্ধি হয়েছে ৬টি	২০২৩: ২৯টি	২০০৯: ২৩টি
গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি ১২৫৬ (MMCFD)	২০২৩: ৩,০০০+	২০০৯: ১,৭৪৪
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫২৩ কি.মি.	২০২৩: ৩,৬২৫ কি.মি.	২০০৯: ২,১০২ কি.মি.
কূপ খনন রিগ নতুন ক্রয় ৪টি পুনর্বাসন ১টি	২০২৩: নতুন ৪টি ক্রয়, পুনর্বাসন ১টি	২০০৯: ২টি (অকার্যকর)
জ্বালানি তেল পাইপলাইন সম্পূর্ণ নতুন কার্যক্রম	২০২৩: ৬২৪ কি.মি.	২০০৯: ০
সরকারীভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০.১৬ লক্ষ মে. টন	২০২৩: ৭৩.৪২ লক্ষ মে. টন	২০০৯: ৩৩.২৬ লক্ষ মে. টন
তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.০৯ লক্ষ মে. টন	২০২৩: ১৩.০৯ লক্ষ মে. টন	২০০৯: ৯ লক্ষ মে. টন
এলপিজি সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১ গুণ	২০২৩: ১৪+ লক্ষ মে. টন	২০০৯: ৪৫ হাজার মে. টন

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) দেশজ জ্বালানির অন্যতম উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও বিতরণ এবং কয়লা ও গ্রানাইট পাথর উত্তোলন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বিদেশ হতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির কাজও করছে। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য পেট্রোবাংলার আওতায় ১৩টি বিশেষায়িত কোম্পানি কাজ করছে।

পেট্রোবাংলার আওতাধীন ১৩টি কোম্পানিঃ ক) অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি ১টিঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড; খ) গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি ২টিঃ বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড; গ) গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি ১টিঃ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড; ঘ) গ্যাস বিতরণ কোম্পানি ৬টিঃ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড,

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড; ঙ) রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি ১টিঃ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং চ) মাইনিং কোম্পানি ২টিঃ বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড ও মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড।

২০০৯ সালে গ্যাস সরবরাহ ক্ষমতা ছিল ১,৭৪৪ এমএমসিএফডি। ২০২৩ সালে গ্যাস সরবরাহ ৩০০০+ এমএমসিএফডি।

এক নজরে গ্যাস সেক্টর

বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
মোট গ্যাসক্ষেত্র	২৯টি
মোট উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র	২০টি
উৎপাদনরত মোট কূপের সংখ্যা	১০৭টি
গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা	২২০০+ এমএমসিএফডি (জুন, ২০২৩)
রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ ক্ষমতা	১,০০০ এমএমসিএফডি
মোট প্রাক্কলিত গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত + সম্ভাব্য)	২৮.৬২ টিসিএফ
প্রারম্ভ হতে মোট গ্যাস উৎপাদন	১৯.৯৪ টিসিএফ
অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত + সম্ভাব্য)	৮.৬৮ টিসিএফ
গ্যাস গ্রাহক সংখ্যা	প্রায় ৪৩ লক্ষ

খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার (২০২২-২০২৩)

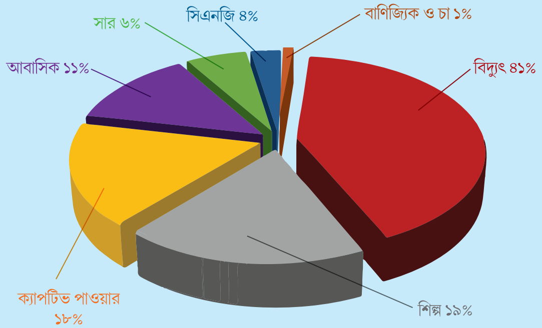

২০০৯ - জুন, ২০২৩ সময়কালের সাফল্যের তুলনামূলক চিত্র:

বিবরণ	২০০৯	জুন, ২০২৩	বৃদ্ধি
দৈনিক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ (এলএনজিসহ)	১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট	৩০০০+ মিলিয়ন ঘনফুট	১,২৫৬+ মিলিয়ন ঘনফুট
এলএনজি আমদানি সক্ষমতা	০	১০০০ এমএমসিএফডি	১০০০ এমএমসিএফডি
গ্যাসক্ষেত্র	২৩টি	২৯টি	৬টি
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ	২,১০২ কিঃমিঃ	৩,৬২৫ কিঃমিঃ	১,৫২৩ কিঃমিঃ
খনন রিগ সংগ্রহ	-----	৪টি ক্রয় ও ১টি পুনর্বাসন	৫টি
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান দ্বিমাত্রিক জরিপ	২,৬৮০ লাইন কিঃমিঃ	৩২,৮৯০ লাইন কিঃমিঃ	৩০,২১০ লাইন কিঃমিঃ
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ত্রিমাত্রিক জরিপ	৭৬৬ বর্গ কিঃমিঃ	৬,৯১২ বর্গ কিঃমিঃ	৬,১৪৬ বর্গ কিঃমিঃ
ভূতাত্ত্বিক জরিপ	৫৫৭ লাইন কিঃমিঃ	১৯,৮৬৮ লাইন কিঃমিঃ	১৯,৩১১ লাইন কিঃমিঃ

কনডেনসেট থেকে উৎপাদিত পণ্য (জুলাই, ২০২২-মে, ২০২৩)

পণ্য	পরিমাণ (ব্যারেল)
পেট্রোল	৫,৫২,৩২২
ডিজেল	১,০৯,৩৩৪
কেরোসিন	১,৩০,৮৭৩
অকটেন	৫,৩২,২১৯
এলপিজি	৬,২১৮

পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) সারাদেশে সরকার নির্ধারিত একই মূল্যে জ্বালানি তেল বিক্রয় করছে। দেশব্যাপী জ্বালানি তেলের সুসংগঠিত সরবরাহ, মজুদ ও বিতরণ ব্যবস্থার কারণে দেশে কখনো জ্বালানি তেলের সংকট পরিলক্ষিত হয়নি বা ঘাটতির কারণে কোন ধরণের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। বিপিসির আওতাধীন ৮টি কোম্পানিঃ ক) পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, খ) মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, গ) যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, ঘ) ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড, ঙ) এলপি গ্যাস লিমিটেড, চ) ইস্টার্ণ লুব্রিকেন্টস এন্ড ব্লেন্ডার্স লিমিটেড, ছ) স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এবং জ) পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি পিএলসি।

গত ২০০৯ সাল হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিগত ১৫ বছরে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৯ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১৩.০৯ লক্ষ মেট্রিক টনে অর্থাৎ ৪.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা দেশের প্রায় ৪০-৪৫ দিনের জ্বালানি চাহিদা পূরণে সক্ষম। তাছাড়া, বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় আরো ৩,০৪,৮০০ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে জ্বালানি তেল মজুদের সক্ষমতা প্রায় ৪৫-৫০ দিনে উন্নীত হবে।

জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য মোট ৬২৪ কিলোমিটার জ্বালানি তেল পাইপলাইন স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৫৭০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

আমদানিতব্য অপরিশোধিত ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত ডিজেল স্বল্প সময়ে নিরাপদে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস ও পরিবহনের জন্য "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের কমিশনিং কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করত: যথাসম্ভব দ্রুত প্রকল্প উদ্বোধনের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর, দিনাজপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত পাইপলাইন দিয়ে তেল পরিবহন কার্যক্রম গত ১৮/০৩/২০২৩ তারিখে দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

প্রধান স্থাপনা হতে জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় নিরবছিন্ন, দ্রুত ও সাশ্রয়ী পরিবহনের জন্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত ২৪৯.৫৭ কি:মি: তেল পাইপলাইন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ২২৮ কি:মি: পাইপলাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা পুরণ করার লক্ষ্যে ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড-এর পরিশোধন ক্ষমতা আরো ৩০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধির জন্য ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক Engineering Design সম্পাদন করা হয়েছে। জ্বালানি তেল সেক্টরের অপারেশন, বিক্রয় ও হিসাব ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে বিপিসি কর্তৃক 'সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা' (Integrated Automation System) চালু করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি তেল অপারেশন কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও উন্নত অটোমেটেড পদ্ধতিতে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

জিএসবি সমগ্র দেশের ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির নিরলস পথপরিক্রমায় ভূতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে নতুন নতুন খনিজ আবিষ্কারের সাথে সাথে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় সেরা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জিএসবি ১৯৯৪ সালে "মহান স্বাধীনতা দিবস" পুরস্কার লাভ করে। জিএসবি অর্থনৈতিকভাবে মূল্যায়নযোগ্য ৪টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। বড়পুকুরিয়ার কয়লা ব্যবহার করে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় ৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের প্রথম কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। আবিষ্কৃত কয়লা উচ্চ থেকে মাঝারি মানের বিটুমিনাস জাতীয় কয়লা যার গড় দাহ্যতা ১১,২৬৪ বিটিইউ/পাউন্ড এবং সালফারসহ অন্যান্য ক্ষতিকর ভারি ধাতুর পরিমাণ কম। যার ফলে এই কয়লার ব্যবহার পরিবেশের উপর তেমন কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। আবিষ্কৃত ৪ টি কয়লাক্ষেত্রের মজুদ প্রায় ৭,৮২৩ মিলিয়ন টন এবং বাজারমূল্য আনুমানিক ১,৩০০ বিলিয়ন ইউএস ডলার বা ১৩,০০০,০০০ কোটি টাকা (১৭৫ ডলার/টন)। জিএসবি মৌলভীবাজার, সিলেট এর হাকালুকি হাওর, গোপালগঞ্জের বাঘিয়াচান্দা, সুনামগঞ্জের দিরাই ও শাল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর এবং খুলনার কোলামৌজা এলাকায় উন্নতমানের পিট আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কৃত পিট এর মজুদ প্রায় ৬০০ মিলিয়ন টন এবং বাজার মূল্য আনুমানিক ৩৫.৯ বিলিয়ন ইউএস ডলার বা ৩,৬০০,০০০ কোটি টাকা (৬০ ডলার/টন)।

জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়লা খনিতে প্রাপ্ত কয়লার গুনাগুণ, মজুদ ও অন্যান্য তথ্যঃ

কয়লা ক্ষেত্র	আয়তন (ব.কি.মি.)	কয়লার সিমের গভীরতা (মি.)	গড় সালফার %	গড় ক্যালোরিফিক ভ্যালু (বিটিইউ/পা.)	মজুদ (মিলিয়ন মে.ট.)
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	১১.৫	৬৪০-১১৫৮	০.৬	১১০০০	৫৮৫০
বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর	৬.৬৮	১১৮-৫০৯	০.৫৩	১১০৪০	৪১০
খালাসপীর, রংপুর	৭.৫	২২২-৫১৬	০.৭৭	১২৭০০	৬৮৫
দিঘীপাড়া, দিনাজপুর	২৪	৩২৮-৪৫৫	১.১৪	১৩০৯০	৭০৬
				মোট মজুদ	৭,৮২৩

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা হিসেবে ২০১৪ সালের ০১ জানুয়ারি হতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কাজ শুরু করেছে। এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন টেকনিক্যাল কার্যক্রম যেমনঃ সেমিনার/ওয়ার্কশপ/টেকনিক্যাল রিপোর্ট প্রণয়ন, এসডিজি টেমপ্লেট প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন, পেট্রোবাংলা'র কোম্পানিসমূহের আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন (১ম ও ২য় খন্ড) এবং বিপিসি'র কোম্পানিসমূহের আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন প্রণয়ন করা হয়েছে।

এছাড়া জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত অন্তবর্তীকালীন ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ডের আপগ্রেডেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একইসাথে হাইড্রোকার্বন ইউনিট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে স্টাডি/গবেষণা করার ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা এবং কোম্পানিসমূহের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে।

বছরভিত্তিক (২০০৮-২০২২) বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহার

Million Tonnes of Oil Equivalent (Mtoe)

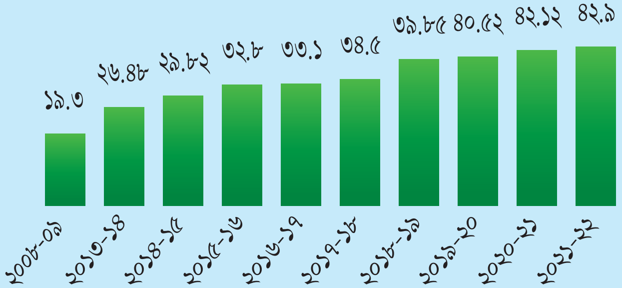

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া জ্বালানি নিরাপত্তার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

বিস্ফোরক পরিদপ্তর (Department of Explosives) বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, প্রজ্বলনীয় পদার্থ, উচ্চচাপ সম্পন্ন গ্যাস পাইপলাইন, সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধার সংক্রান্ত সৃষ্ট ক্ষতিকর ঘটনা ও প্রভাব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সৃজিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সংযুক্ত একটি দপ্তর। এ দপ্তর বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪; পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ২০১৬ এবং উক্ত ২টি আইনের অধীন প্রণীত ৯টি বিধিমালার প্রয়োগ ও প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত। বিস্ফোরক পরিদপ্তর ঢাকার প্রধান কার্যালয় এবং ৫টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন, পরিদর্শনসহ ৪৪ ধরণের নাগরিক সেবা দিয়ে আসছে।

বর্তমান সরকারের সময়কালে এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম, বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজির বহুমাত্রিক ব্যবহার, বাসাবাড়িতে এলপিজি সিলিন্ডারের ব্যবহার বৃদ্ধি, গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পাইপলাইনের বিস্তৃতি, শিল্পায়নের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে রাসায়নিক পদার্থের মজুদাগার, অটোগ্যাস স্টেশন, এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন, সিলিন্ডার নির্মাণ প্ল্যান্ট, ১০০টি ইকোনোমিক জোনের কার্যক্রম শুরু হওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কার্যাবলি পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিএমডি সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান।

বিএমডি মূলত দেশব্যাপী খনিজ সম্পদের (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য বিএমডি কাজ করে যাচ্ছে এবং দেশের প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

দেশে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে অবকাঠামো বিনির্মাণে খনিজ সম্পদের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চাহিদা পূরণে প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, আহরণ ও নিয়ন্ত্রণে বিএমডি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদ যেমন-কয়লা, কঠিন শিলা, পাথর, সিলিকা বালু, খনিজ বালু, সাদা মাটি ইত্যাদির অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এছাড়াও বিভিন্ন খনিজের অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান, উত্তোলিত খনিজ সম্পদের সরকারের প্রাপ্য রয়্যালটি ধার্য ও অন্যান্য রাজস্ব আদায় করে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করছে যা দেশের সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিগত ৫ বছরে বিএমডি সর্বমোট ৩৯৯.১০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে।

ব্লু ইকোনমি সেল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 প্রবর্তন করা হয়। International Tribunal for the Law on the Sea (ITLOS) কর্তৃক ১৪ মার্চ, ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং United Nations Permanent Court of Arbitration (UNPCA) কর্তৃক ৭ জুলাই, ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গমাইল এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের আওতায় ৫ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ব্লু ইকোনমি সেল গঠিত হয়েছে। ব্লু ইকনোমি সেল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওয়েবিনার/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কর্মশালার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, অংশীদারদের নিকট সরকারের ব্লু ইকোনমি পলিসি ও তৎপরতা তুলে ধরা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন পরিসরে এই নতুন দিগন্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক তাদের প্রাধিকার/প্রাধান্য বিবেচনাপূর্বক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে সমন্বয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়মিতভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হলোঃ প্রতিযোগীতামূলক এনার্জি বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে এনার্জি ব্যবসার যোগ্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান; এনার্জি ট্যারিফ নির্ধারণ; ভোক্তা অভিযোগ এবং বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে লাইসেন্সী এবং ভোক্তার স্বার্থ সুরক্ষা করা; এনার্জি অডিটিং; এনার্জি কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন ও প্রয়োগ; অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ; এনার্জি পরিবেশ ও নিরাপত্তার মানোন্নয়ন; এনার্জি বিষয়ে প্রয়োজনে সরকারকে সহযোগিতা এবং পরামর্শ প্রদান; এনার্জি পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার ইত্যাদি। জুন ২০২২ পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতে মোট ৩,৫৯৫টি, গ্যাস খাতে মোট ৫৫৮টি এবং পেট্রোলিয়াম খাতে মোট ১,০৪৫টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ন্যায্য অধিকার, সুশাসন ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন এবং এনার্জি খাতে গবেষণা কার্যক্রম ত্বরাণিত করার মাধ্যমে SMART BANGLADESH বিনির্মাণে কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।